প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন

প্রকল্পের নাম: **"চাহিদা ভিত্তিক ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান"।**

বাস্তবায়ন কারীর নাম, পদবি, কর্মস্থল ও ফোন নং:

১। নাম	মোঃ মামুন কবীর
২। পদবী	উপজেলা সমবায় অফিসার
৩। কর্মস্থল	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।
৪। ফোন	১) অফিস : ০৫৬৮-৬১৯৬৪ ।
	২) মোবাইল: ০১৭১৫-১৫৩২৭৫ ।

প্রকল্পটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

সমবায় বিভাগ যে সমস্ত সেবা জনগণকে দিয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হলো ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ। বর্তমান পদ্ধতিতে মাঠ পর্যায়ে ৫টি সমিতির মোট ২৫ জনকে এবং ৩জন অতিথি বক্তা দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। এতে উক্ত এলাকার মোট সদস্যদের ৫% প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং সদস্যদের চাহিদামত অতিথি বক্তা আনা হয়না। ফলে সদস্যগণ উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণে খুব বেশী আগ্রহবোধ এবং উপকৃত হয় না। কাজেই উল্লিখিত সমস্যা সমাধান কল্পে "**"চাহিদা ভিত্তিক ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান"**" নামে একটি "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রকল্পটি গ্রহণের প্রেক্ষাপট:

বিগত ২০১৪-২০১৫ আর্থিক বছরের "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" বিষয়ক **সমিতি নিবন্ধন সহজীকরণ ও টেকসই সমবায় সমিতি গঠন"** প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় দেখা যায় সমিতির সদস্যগণ চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন না এবং সমবায় বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করতে খুব বেশী আগ্রহবোধ করছেন না। কাজেই উল্লিখিত সমস্যা সমাধান কল্পে "**"চাহিদা ভিত্তিক ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান"**" নামে একটি "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে।

প্রকল্প পূর্ব বিদ্যমান সমস্যা:
ক) সমবায় সমিতির ৯৫% সদস্য প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত থাকা;

খ) সদস্যদের সমস্যা/চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ না পাওয়া;

প্রকল্পে গৃহীত সমাধান:
ক) উপজেলার ২/৩ ইউনিয়নের সমিতি নির্ধারণ করা;

খ) নির্ধারিত ইউনিয়নগুলোতে অবস্থিত সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সাথে স্থানীয় সমস্যা/কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আগ্রহী তা চিহ্নিত করা;

গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা প্রশাসক এর মাধ্যমে চিহ্নিত স্থানীয় সমস্যা/আগ্রহী বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ করা;

ঘ) প্রশিক্ষণের দিন ও স্থান নির্ধারণ করা ও সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা;

ঙ) প্রশিক্ষণের দিনে উপস্থিত সদস্যদের সমস্যা/আগ্রহী বিষয়ে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তাদের সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা;

প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকাঃ

পঞ্চগড় সদর উপজেলার ১টি ইউনিয়ন ব্যাপী।

প্রকল্পের উপকার ভোগীঃ

১. উপকারভোগী কারাঃ ১০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি।

২. সংখ্যাঃ ৪৮৬ জন প্রাপ্ত বয়স্ক জনগণ।

৩. নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য প্রকল্পসৃষ্ট সুবিধাঃ

অত্র প্রকল্পের ৪৮৬ জন সুবিধাভোগী মধ্যে ১৩৭ জন মহিলা রয়েছেন, যারা ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন এবং মেডিকেল অফিসার কর্তৃক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে মা ও শিশু বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

নির্ধারতি পরিকল্পনা (সময়সূচি) অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে কিনা?

হ্যাঁ। নির্ধারিত পরিকল্পনা (সময়সূচি) অনুযায়ী প্রকল্পটি সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া এটি চলমান থাকবে।

সমাধানের প্রভাব মূল্যায়ন (TCV মূল্যায়ন) :

বিষয়	পূর্বের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা
সময় (T)	১৯ দিন	১ দিন
খরচ (C)	১,১৪০০০/- টাকা	৬,০০০.০০ টাকা
যাতায়াত (V)	১৯ বার	১ বার

ইনোভেশন বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার কতটুকু সময়, খরচ ও যাতায়াত কমেছে

সময়	খরচ	যাতায়াত
১৮দিন কম	১,০৮,০০০/- টাকা কম	১৮ বার কম

অন্যান্য প্রত্যাশিত ফলাফল	অর্জিত ফলাফল
এ ক্ষেত্রে প্রকল্প গ্রহণের সময় অন্যান্য প্রত্যাশিত ফলাফল চিহ্নিত করা হয়নি	☑ **চাহিদা ভিত্তিক ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণের ফলে ৪৮৬ জন কৃষক তাদের কৃষি বিষয়ক সমস্যা উপর পরামর্শ এবং বিনামূল্যে গ্রীস্মকালীন টমেটো পেয়েছেন।** ☑ **ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণের দিনে কৃষি বিভাগ হতে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে সমবায় সমিতিগুলোতে সপ্তাহে একদিন যাওয়ার নির্দেশনা প্রদান করায় বর্তমানে স্থানীয় ১০টি সমবায় সমিতি যাচ্ছেন।** ☑ **চাহিদা ভিত্তিক ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণের ফলে ৫৫ জন কৃষক বিনা ভোগান্তিতে কৃষি পেয়েছেন।** ☑ **চাহিদা ভিত্তিক ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণের ফলে ৪৮৬ জন পঞ্চগড় মেডিকেল অফিসার কর্তৃক স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা উপর পরামর্শ সেবা পেয়েছেন।** ☑ **চাহিদা ভিত্তিক ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণের ফলে ৪৮৬ জন প্রাণী সম্পদ বিষয়ক সমস্যা উপর পরামর্শ সেবা পেয়েছেন।** ☑ **যেখানে বিদ্যমান সেবা ব্যবস্থায় পঞ্চগড় সদর উপজেলার ৩১৪টি নিবন্ধিত সমিতির বছরে ৫০/৬০ জন সদস্য প্রশিক্ষন পান, সেখানে অত্র প্রকল্প গ্রহণ করায় এবং নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণ প্রদান করায় ৪৮৬জন সদস্যই সমবায় কি? সমবায় আইন, বিধি ও সমিতি পরিচালনার নিয়মাবলী সর্ম্পকে অবহিত হয়েছেন।**

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ/ অর্থের উৎস্য:

১। উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পঞ্চগড় সদর এর জনবল, অফিসের টেলিফোন ব্যবহার করা হয়েছে।

২। সমবায় অধিদপ্তর হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত ৬,০০০.০০(ছয় হাজার) টাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশীজনদের ভূমিকা:

অংশীজন	ভূমিকা
১। চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করা;
২। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, পঞ্চগড়।	ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সমিতির সদস্যদের সমিতির ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সমস্যার উপর সহযোগিতা প্রদান করা;
৪। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পঞ্চগড়	ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সমিতির সদস্যদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপস্থিত সমিতিগুলোতে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে সপ্তাহে ১দিন উপস্থিত সমিতিতে গিয়ে কৃষি বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করায় বর্তমানে তা করা হচ্ছে;
৫। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সমিতির সদস্যভুক্ত কৃষকদের কৃষি বিষয়ক সমস্যার উপর সমাধান প্রদান করেন;
৬। মেডিকেল অফিসার, পঞ্চগড়	সমিতির ৪৮৬ জন স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা উপর পরামর্শ প্রদান করেছেন।
৭। উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	সমিতির সদস্যদের হাঁস, মুরগী, গুরু, ছাগল ও অন্যান্য প্রাণী সম্পদ বিষয়ক সমস্যার উপর সমাধান করা;
৮। কৃষি বিষয়ক ঔষধ ও সার বীজ কোম্পানীর ম্যানেজার	বিনা মূল্যে স্থানীয় কৃষকদের গ্রীস্মকালীন টমেটো বীজ ও টমেটো চাষাবাদ করার লিফলেট প্রদান করেন এবং সন্ধ্যায় এ সংক্রান্ত ভিডিও প্রর্দশনীর আয়োজ করেন।
৮। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ	সমিতির সদস্যদের সব ধরণের সমস্যার উপর সহযোগিতার প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন।

প্রকল্প বাস্তবায়নে কী ধরনের ঝুকি / চ্যালেঞ্জ ছিল ও কীভাবে তা সমাধান করা হয়েছে:

অসুবিধা / চ্যালেঞ্জ	কীভাবে তা সমাধান করা হয়েছে
১। বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তাদের উপস্থিতি ও সম্মানী সংক্রান্ত	জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড় মহোদয়ের সহযোগিতা নিয়ে এবং প্রধামন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই এর ইনোভেশন প্রকল্প বিষয়টি সবিনয়ের সাথে বুঝিয়ে।
৩। মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিষ্টেম	ব্যক্তিগত সম্পর্ক উন্নয়ন করে ইউনিয়ন পরিষদের ডিজিটাল সেন্টারের মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিষ্টেম বিনামূল্যে ব্যবহার করা হয়েছে।
৫। সদস্যদের সম্মানী	যেহেতু নিজেদের প্রয়োজনে সমিতি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে, সেহেতু সদস্যগণ সম্মানী দাবী করেন নি। বরং স্বর্তস্ফুতভাবে উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেছে।

টেকসইকরণ: (প্রকল্পটি দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে কি? কীভাবে সেটা সম্ভব? এবিষয়ে বাস্তবায়নকারীর সুপারিশ)

ক) প্রকল্পটি দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে কি?

হ্যা, প্রকল্পটি অবশ্যই দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে।

খ) কীভাবে সেটা সম্ভব? এবিষয়ে বাস্তবায়নকারীর সুপারিশ:-

১) ৩/৪টি প্রশিক্ষণের বরাদ্দ একসাথে করে এ ধারণের ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ আয়োজন করার জন্য সমবায় অধিদপ্তর হতে একটি সার্কুলার জারী করা;

২) যেহেতু বর্তমান সরকারের উদ্দ্যেশ্য হলো জনগণের দোড়গোড়ায় সেবা পৌছানো। সেহেতু ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে তার বিভাগের সেবা সম্পর্কিত সমস্যার উপর সমাধান দিলে সমবায় বিভাগের সেবার পাশাপাশি অন্য একটি বিভাগের সেবা পাওয়ায় জনগণ আরো বেশী উপকৃত হবে। সে লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সহযোগিতার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ/ সমবায় অধিদপ্তর হতে সকল জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার কে পত্র দেয়া;

প্রকল্পটি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়: এ প্রকল্প থেকৈ অন্যদের কী ধরনের অভিজ্ঞতা হতে পারে? ইত্যাদি)

ক) প্রকল্পটি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

সমবায় বিভাগ হতে নিবন্ধিত সমবায় সমিতিগুলোর সদস্যদের ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ১% থেকে ৫% সদস্যকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। বাকী ৯৯% থেকে ৯৫% সদস্য স্থানীয় সমবায় অফিসে এসে অধিক সময়, অর্থ ও যাতায়াত করে সমিতি পরিচালনার জন্য সমবায় আইন, বিধি ও অন্যান্য বিষয়ে জেনে যান। সে ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রশিক্ষন দিলে সমিতির সকল সদস্যই প্রশিক্ষণ পাবে এবং তাদের স্থানীয় সমস্যার কিছু সমাধান হবে। ফলে সরকারী কর্মকর্তাগণ স্থানীয় জণগণের নিকট জবাবদিহিতার মধ্যে প্রকৃত জনসেবা ও সমবায় চর্চা হবে। কাজেই ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ চাহিদা ভিত্তিক সমস্যার উপর হওয়া উচিৎ।

খ) এ প্রকল্প থেকৈ অন্যদের কী ধরনের অভিজ্ঞতা হতে পারে? ইত্যাদি)

সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের সেবা থেকে বেশী সংখ্যক সেবাগ্রহিতা তাদের সমস্যা উপর সমাধান থেকে বঞ্চিত থাকেন। সেক্ষেত্রে সেবাগ্রহিতাগণ স্থানীয় কম বিশেষজ্ঞ এর স্মরনাপন্ন হয়ে ভুল পরামর্শ নিয়ে অনেক সময় ক্ষতি গ্রস্থ হন। সে ক্ষেত্রে এ ধরণের ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সেই পেশার একজন সরকারী বিশেষজ্ঞ তাদের পেশার উপর প্রশিক্ষন দিলে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের সেবার বিষয়ে আলাদা কোন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন হবে না। এতে করে একই সময়ে এবং একই খরচে ২ থেকে ৫টি সরকারী বিভাগের প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হবে। ফলে সেবাগ্রহিতার ২ থেকে ৫টি সরকারী বিভাগের সেবার নিতে সময়, ব্যয় ও যাতায়াত সাশ্রয় হবে এবং ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে জনসেবায় নতুন এক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

বৃহত্তর মাত্রায় বাস্তবায়ন যোগ্যতা: (প্রকল্পটি কি সারাদেশে বাস্তবায়ন যোগ্য? হলে, কীভাবে)

হ্যা, প্রকল্পটি সারাদেশে বাস্তবায়ন যোগ্য। কেননা সমস্যাটি যদিও স্থানীয়ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে সমস্যাটি সারাদেশ ব্যাপী। এ ক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ/সমবায় অধিদপ্তর থেকে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেয়া হলে সারাদেশে বাস্তবায়ন যোগ্য হবে:

ক) প্রকল্পটি সারা দেশে বাস্তবায়নে আদেশ বা পরিপত্র জারী করা;
খ) প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করা;
গ) সকল জেলা/উপজেলা সমবায় কর্মকর্তাদের ০১(এক) দিনের কর্মশালা আয়োজন করা;

মন্তব্য:

অত্র প্রকল্পটি সম্পূর্ণ নিজ উদ্দ্যোগে এবং বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা, স্থানীয় চেয়ারম্যান এর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক উন্নয়ন ও যোগাযোগ করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে সেবাগ্রহিতার দোড়গোড়ায় প্রশিক্ষন অনুষ্ঠান আয়োজন করায় একদিকে সেবাগ্রহিতার সময়, ব্যয় ও যাতায়াত দৃশ্যমান সাশ্রয় হয়েছে। অন্যদিকে একই অনুষ্ঠানে অন্য সরকারী বিভাগের সেবা পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন।

<u>প্রকল্প সংক্রান্ত ছবি</u>

সমবায় শক্তি

সমবায় শক্তি
সমবায় মুক্তি
০১ (এক) দিন ব্যাপী
ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ কোর্স
আয়োজনে : জেলা সমবায় কার্যালয়, পঞ্চগড়
অংশগ্রহণে : সমিতির সদস্যবৃন্দ
সহযোগিতায় : অধিদপ্তর,